সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭

# মহিলা শিক্ষকদের কোটা কমানো একটি পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ বর্তমান সরকারের আমলে প্রত্যাশিত নয়

দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষকদের কোটা শতকরা ৩০ ভাগ থেকে কমিয়ে ২০ ভাগ করা হয়েছে। গত রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সার্কুলারে বলা হয়েছে, দেশের ৩৫টি উপজেলায় ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে মেট্রোপলিটন ও পৌর এলাকায় শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, শক্তিশালী একটি 'সিন্ডিকেট' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থদের 'ম্যানেজ' করে কোটা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছে। ঘুষ, সামাজিক কুসংস্কার ও চাপ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নানা অশুভ মনোভাবের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ নিরুৎসাহিত ছিল। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সব ধরনের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের আইন জারি করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে মহাজোট সরকারের আমলে শতকরা ৩০ ভাগ কোটা পরিবর্তন করা হলো।

শতকরা ৩০ ভাগ কোটা ঘোষণার পর থেকেই মাদ্রাসাগুলো এর তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। সাধারণত নারীবিদ্বেষী মাদ্রাসাগুলো মহিলা শিক্ষক নিয়োগে ব্যর্থতার নানা অজুহাত দিতে থাকে। এই কোটা শিথিল করে জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তবে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। বর্তমানে ১০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিক জানিয়েছে। এই কোটা শিথিলের কাজটা শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করেনি। মহাজোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষক ও শিক্ষক নেতারা এমপিদের দ্বারস্থ হন। এমপিদের দাবি ও চাপের মুখে সংসদীয় কমিটি ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে 'যৌক্তিক পদক্ষেপ' নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করে। সেই সুপারিশই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাপের মুখে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি প্রশাসনিক পদে কোটা পদ্ধতি বাতিল করে। এসব পদের মধ্যে আছে প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, হেডমাস্টার, সহকারী হেডমাস্টার, সুপারিনটেনডেন্ট এবং সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট। এখন গণিত, ইংরেজি ও শরীরচর্চা শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোটা শিথিল করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় মাদ্রাসাগুলোর আরবি, কোরান ও হাদিস শিক্ষকের ব্যাপারে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোটা শিথিল করেছে।

শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, এই নতুন নীতির ফলে কমপক্ষে ১০ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সঙ্কট দূর করার পথ উন্মুক্ত হলো। যে বিষয়টির কোন ব্যাখ্যা এখনও দেয়া হয়নি তা হলো, দেশের ৩৫টি উপজেলার বাইরে কি শিক্ষক সঙ্কট নেই। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম বলবৎ থাকবে। এর মধ্যে মাদ্রাসাগুলোও পড়ে। সরকার যে নতুন নীতিমালা জারি করেছে, তার মেয়াদ দেড় বছরের জন্য। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক কেন পাওয়া যাচ্ছে না তার কোন যথার্থ কারণ উল্লেখ করা হচ্ছে না। আজকাল শিক্ষা-দীক্ষায় মেয়েরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এমনকি মহিলাদের জন্য মাদ্রাসাও অনেক। এসব মাদ্রাসা থেকে শিক্ষিত মহিলারা আরবি, কোরান বা হাদিস কেন পড়াতে পারবেন না। পুরুষদের মাদ্রাসায় কী মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার কোন সমস্যা আছে? ইংরেজি ও গণিতেও মহিলা শিক্ষকের অভাব নেই। একটাই সমস্যা হতে পারে। তা হলো গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষকরা যেতে চান না। এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজন হলে মহিলা শিক্ষকদের 'গ্রামীণ ভাতা' দিয়েও নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কোটা কমানোটা সবদিক থেকে একটা পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ। সীমিত সময়ের জন্য হলেও এই পদক্ষেপ নারীর ক্ষমতায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।